এখন মানুষ এক অস্বাভাবিক পৃথিবীর বাসিন্দা

মানুষ এখন এক অস্বাভাবিক পৃথিবীর বাসিন্দা। বিশ্বকে এ বছর সন্ত্রস্ত ও বিপর্যন্ত করে চলেছে এক ভয়ংকর ভাইরাস করোনা। ১৭ লাখের বেশি মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে এই মহামারি, আক্রান্ত করেছে প্রায় আট কোটি মানুষকে। ধস নামিয়েছে অর্থনীতির। বছর শুরুর মাত্র তিন দিন আগে চীনের উহান থেকে শুরু হয়ে দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে এই নতুন করোনাভাইরাস। বিশেষজ্ঞরা বলছে, আগের কোনো কোনো মহামারি করোনার চেয়ে বেশি মানুষ মারলেও তা সীমাবদ্ধ ছিল কিছু দেশের মধ্যে। কখনোই বিশ্বের সব প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েনি এবারের মতো। একে বাগে আনতে মানবজাতির সম্মিলিত চেষ্টাও চলছে নজিরবিহীনভাবে।
রোগতত্ত্ববিদ ড. মুশতাক হোসেনের ভাষায়, ‘একটি বছর আমাদের নজিরবিহীন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে। প্রতিদিনই আমাদের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে, নতুন করে জানতে হচ্ছে অনেক কিছু। এক বছরের মুখে এসেও এখনো অনেক কিছুই আমাদের জানা নেই। তবে আমরা আশা করি, নতুন বছরে আমরা টিকা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার সব কিছু মেনে চলে করোনাকে জয় করতে পারব।’
গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর প্রথম বিশ্বে ভাইরাসটি মানবদেহে শনাক্ত হলেও বাংলাদেশে প্রথম শনাক্ত হয় ৭০ দিনের মাথায় চলতি বছরের ৮ মার্চ। তবে ওই ২৯ ডিসেম্বর চীনের উহান থেকে খবর ছড়ানোর পর বছরের প্রথম থেকেই অন্যান্য দেশের মতোই বাংলাদেশেও সৃষ্টি হয় উদ্বেগন্ডউৎকণ্ঠান্ডকৌতূহল। পর্যায়ক্রমে দেশের বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায় পর্যন্ত নড়াচড়া শুরু হয়। প্রস্তুতি ও পরিকল্পনাতোড়ে আটকে যায় প্রথমত স্বাস্থ্য খাত এবং পর্যায়ক্রমে পুরো সরকারব্যবস্থা। ৮ মার্চের পর ১৮ মার্চ দেশে প্রথম মৃত্যু ঘটে করোনাভাইরাসের কারণে। এর পর থেকেই শুরু হয় ভীতিকর পরিস্থিতি, পাল্টে যায় জীবনযাত্রা; অর্থন্ডবাণিজ্য থেকে শুরু করে মানুষের সামাজিকন্ডসাংস্কৃতিক কিংবা পারিবারিক সব পরিবেশই যেন থমকে যায়। বন্ধ হয়ে যায় আকাশপথ, সড়কপথ, নৌপথসহ সব যোগাযোগ। ‘লকডাউনে’ বন্দি হয়ে পড়ে জীবন।
এর মধ্যেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে দেশের পুরো স্বাস্থ্যব্যবস্থা। পরীক্ষা না করাতে পেরে মানুষের ছোটাছুটি, চিকিৎসার জন্য এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে ঘোরাঘুরি; রোগী রাখতে চায় না

কোনো হাসপাতাল, হাসপাতালে চিকিৎসক নেই, স্বজনদের নিয়ে মানুষের হাহাকার, করোনায় মৃতের লাশ ফেলে রেখে স্বজনদের পালিয়ে যাওয়া, আক্রান্ত হওয়ার খবর পেয়ে প্রতিবেশীদের হয়রানি, ভাড়াটিয়াকে বাড়ি থেকে বের করে দেন বাড়িওয়ালা, আক্রান্ত রোগীর বাসাবাড়ি লাল পতাকা দিয়ে চিহ্নিত করা, পুলিশের পাহারা এ রকম আরো অনেক রকম অমানবিক ঘটনায় গত এক বছর পার হচ্ছে এই দেশে।
অন্যান্য দেশেও ঘটেছে এমন ঘটনা। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে মানুষ; ভয়কে জয় করে করোনার সঙ্গে বসবাসের সাহস নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে, উঠে যায় লকডাউন। সব কিছু অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে আগের মতোই। তবে সুরক্ষার বাণী হয়ে টিকে আছে মাস্ক ব্যবহার, বারবার হাত ধোয়া ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার সতর্কতা। সরকার রীতিমতো আদেশ জারি করে বাধ্যতামূলক করেছে এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।
এর মাঝেই করোনা মোকাবেলায় স্বাস্থ্য খাতে সরকারি কেনাকাটা, প্রাইভেট সেক্টরে ভুয়া পরীক্ষা, ভুয়া চিকিৎসা, ভুয়া চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, তাদের কারো কারো সঙ্গে সরকারের চুক্তি, রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা, চিকিৎসার নামে বাণিজ্য বহু রকমের দুর্নীতি অনিয়ম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যায়। চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, বদলি হন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব। অদলন্ডবদল হয় মন্ত্রণালয় অধিদপ্তরের বহু কর্মকর্তার চেয়ার। অনেক কিছু ছাপিয়ে বড় খবর হয়ে ওঠে রিজেন্ট হাসপাতাল ও জেকেজির মাধ্যমে নজিরবিহীন প্রতারণার প্রধান দুই চরিত্র মোহাম্মদ শাহেদ ও ডাক্তার সাবরিনা। এর বাইরে নকল মাস্ক ও পিপিই সরবরাহের মতো ঘটনা ঘটে এই করোনাকাল ঘিরে।
অন্যদিকে স্বাস্থ্য খাতের বাইরে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে সরকারের সহায়তাস্বরূপ ত্রাণ নিয়ে নানা কেলেঙ্কারিন্ডঅনিয়ম, জেলন্ডজরিমানাও ছিল আলোচিত ঘটনা। আরেক দিকে করোনা চিকিৎসায় ব্যবহার করা ওষুধ, সুরক্ষাসামগ্রী হিসেবে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, পিপিই নিয়ে চলে বেশুমার বাণিজ্য। নকল ও ভেজাল উপকরণ ছড়িয়ে পড়ে বাজারে। মানুষের বিপদকে জিম্মি করে অসাধু ব্যবসায়ীরা উঠে পড়ে লেগে যায় অতিরিক্ত অর্থ হাতিয়ে নিতে। বেসরকারি হাসপাতালে বাড়িয়ে দেওয়া হয় চিকিৎসা খরচ। বিশেষ করে অক্সিজেন এবং আইসিইউ বাণিজ্য বেড়ে যায়। আইনন্ডশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অভিযানে নামতে হয় এমন পরিস্থিতি বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে।
পাশাপাশি করোনায় আক্রান্তদের চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা আগের তুলনায় কিছু উন্নতি ঘটলেও এখন পর্যন্ত স্থিতিশীল অবস্থায় আসেনি। হাসপাতালগুলোতে সাধারণ বেড খালি থাকলেও আইসিইউ বেড সরকারি হাসপাতালগুলোতে এখনো দুষ্প্রাপ্য। প্রথম দিকে পরীক্ষা নিয়ে

ব্যাপকমাত্রায় বিশৃঙ্খলা থাকলেও পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা অনেকটা কমেছে। শুরুর দিকে কিট সংকট থাকলেও এখন তা সহনীয় পর্যায়ে চলে এসেছে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্ভাবিত অ্যান্টিবডি কিট অনুমোদন নিয়ে নানা ধরনের টালবাহানার পর সেই উদ্যোগ ভেস্তে যায়। প্রথম দিকে শুধু একটি মাত্র ল্যাবে টেস্ট হলেও এখন তার পরিধি বেড়েছে। হাসপাতালের সংখ্যা বেড়েছে। ওষুধ অনেকটা সহজলভ্য হয়েছে।
তবে ইউরোপন্ডআমেরিকা কিংবা ভারতে যেভাবে সংক্রমণ ছড়িয়েছে এবং যেভাবে আক্রান্তদের মৃত্যু ঘটেছে, বাংলাদেশ ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হয়েও ততটা শোচনীয় অবস্থায় পড়েনি, অন্ততপক্ষে আক্রান্ত ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে।
যদিও এখন পর্যন্ত দেশের সঠিক আক্রান্ত কত লাখ মানুষ তার কোনো হিসাব নেই কারো কাছে। নেই ভালো কোনো গবেষণা। নামমাত্র একটি গবেষণা হলেও তার ফলাফল নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। ওষুধের গবেষণা নিয়ে কিছুটা আশার আলো দেখিয়েছেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এক অধ্যাপক ডা. তারেক আলম তাঁর ‘আইভারমেকটিন’ নিয়ে।
পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী করোনার টিকা নিয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরুর পর থেকেই বাংলাদেশও তাল মেলানোর চেষ্টা করছে তার সঙ্গে। তবে ট্রায়াল হয় হয় করেও এখন পর্যন্ত কোনো ট্রায়াল শুরু হয়নি দেশে। দেশীয় কম্পানি গ্লোব ফার্মাসিটিক্যালস নিজস্ব একটি টিকা উৎপাদনের পথ দেখালেও তা থেমে আছে। যদিও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থায় টিকা উদ্ভাবনের আবেদনকারীর তালিকায় তারা বাংলাদেশের নাম তুলে রেখেছে। বেসরকারি সংস্থা আইসিডিডিআরবি চীনের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করলেও তা ভেস্তে গেছে। নতুন আরো একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে টিকার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থাপনা এগিয়ে চলছে অনেক দিন ধরেই। অক্সফোর্ড উদ্ভাবিত ভ্যাকসিনের ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটে উৎপাদন শুরু হলে তা পাওয়ার জন্য সরকার চুক্তি করেছে। সেরাম থেকে টিকা বাংলাদেশে আনার জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে অংশ নিয়েছে দেশীয় ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো ফার্মা লিমিটেড। অপেক্ষা এই ভ্যাকসিনের অনুমতি পাওয়া এবং দেশে আসা।
শুরু থেকে করোনাভাইরাসের গতিন্ডপ্রকৃতি নিয়ে দেশের বিজ্ঞানীদের বিভক্তিমূলক মতামত মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে অহরহ। এর মধ্যে দেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যায়, জুনন্ডজুলাই মাসেই দেশে করোনা সংক্রমণের পিক ছিল।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে প্রোগ্রামার নিয়োগ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে প্রোগ্রামার পদে নিয়োগ দেয়া হবে। আবেদন করা যাবে ২৪ ডিসেম্বর থেকে।

আগামী বছরের ১৩ জানুয়ারি বিকেলে ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে হবে আগ্রহী প্রার্থীদের। আগ্রহী প্রার্থীরা pmeat.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

যোগ্যতা

স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং/ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি–সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ চার বছর মেয়াদি স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিধারীরা প্রোগ্রামার পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

কোনো সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর/সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী পদে কমপক্ষে ৪ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। প্রার্থীদের বয়স ১৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে হতে হবে অনূর্ধ্ব–৩৫ বছর।

বেতন
প্রোগ্রামার পদে জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী ৩৫,৫০০-৬৭, ০১০ টাকা স্কেলে বেতন দেয়া হবে।

আইনজীবীকে আটকে রাখায় সিএমএম কোর্টে তালা, বিচারকাজ বন্ধ

এক আইনজীবীকে আসামির লকআপে দুই ঘণ্টা আটকে রাখার অভিযোগে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের অপসারণ চেয়ে বিক্ষোভ করছেন আইনজীবীরা।

বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বিক্ষুব্ধ আইনজীবীরা ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান নূরের এজলাস কক্ষ থেকে সবাইকে বের করে তালা দিয়ে দেন। তারা ম্যাজিস্ট্রেটের অপসারণ দাবিতে বিক্ষোভ করছেন।

বেলা ১১টায় এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলছিল। ওই বিচারকের অপসারণ চেয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন আইনজীবীরা।

ফলে সিএমএম আদালতের বিচারকাজ বন্ধ রয়েছে। আদালতের সামনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

জানা গেছে, রুবেল আহমেদ নামে এক আইনজীবী লকআপে আটকে রাখার অভিযোগ এনে বিচারকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মঙ্গলবার ঢাকা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বরাবর আবেদন করেন।

মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বারি বিশ্বাসের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন

শনিবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর শহরের সাহাজী পাড়াস্থ নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি মৃত্যুবরন করেন। মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ আব্দুল বারি বিশ্বাস পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে। রবিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা ঝাউবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মরহুমের মরদেহে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার মোঃ মাসুদুল আলম মরহুমের মরদেহে জাতীয় পতাকা দিয়ে আচ্ছাদিত করেন এবং পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। এসময় মেহেরপুর পুলিশের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন। উপজেলা নির্বাহি অফিসার মাসুদুল আলম সালাম গ্রহণ করেন।এসময় বিহগলে করুন সুর বেজে ওঠে।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসূল, প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সম্পাদক আবদুর রব বিশ্বাস, সাবেক উপজেলা কমান্ডার আবুল কাশেম, মুজিবনগর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কামরুল হাসান চাঁদু সহ এলাকার মুক্তিযোদ্ধা এবং সর্ব শ্রেণি-পেশার মানুষ জন উপস্থিত ছিলেন। পরে ঝাউবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরে দাফন করা হয়।

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ: কোন বিভাগে কতজনের আবেদন?

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য সম্প্রতি আবেদন গ্রহণ করা হয়। ৩২ হাজার ৫৭৭টি পদের বিপরীতে এবার আবেদন করেছেন ১৩ লাখ ৯ হাজার ৪৬১ জন। ফলে একটি পদের জন্য চাকরিপ্রত্যাশীর সংখ্যা হলো ৪০ জন। এখন আসুন জেনে নিই, কোন বিভাগে কতজন আবেদন করেছেন?

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) সূত্রে জানা গেছে, এবার বিভাগভিত্তিক সবচেয়ে বেশি আবেদন পড়েছে ঢাকা বিভাগে। সবচেয়ে কম আবেদন সিলেট বিভাগে।

সূত্র জানায়, এবার ঢাকা বিভাগে আবেদন পড়েছে ২ লাখ ৪০ হাজার ৬১৯টি, রাজশাহীতে ২ লাখ ১০ হাজার ৪৩০, খুলনায় ১ লাখ ৭৮ হাজার ৮০৩, ময়মনসিংহে ১ লাখ ১২ হাজার ২৫৬, চট্টগ্রামে ১ লাখ ৯৯ হাজার ২৩৬, বরিশালে ১ লাখ ৯ হাজার ৩৪৪, সিলেটে ৬২ হাজার ৬০৭ এবং রংপুর বিভাগে ১ লাখ ৯৬ হাজার ১৬৬টি আবেদন পড়েছে।

গত ২৫ অক্টোবর অনলাইনে আবেদন শুরু হয়। শেষ হয় ২৪ নভেম্বর।

এমপির স্বাক্ষরে কমিটি, আওয়ামী লীগ বলছে গঠনতন্ত্র পরিপন্থী

দলীয় গঠনতন্ত্র অমান্য করে ঢাকা-৫ আসনের এমপি কাজী মনিরুল ইসলাম মনু ৬৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কমিটি অনুমোদন করেছেন। গঠনতন্ত্রবিরোধী কাজে জড়িত থাকায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফী এ কমিটি অবৈর্ধ, গঠনতন্ত্র পরিপন্থী জানিয়ে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন। তবে কাজী মনিরুল ইসলাম মনু এটাকে উন্নয়ন কমিটি দাবি করে বলেছেন, আমি যে উন্নয়ন করব, তাদের মাধ্যমে করা হবে।

জানা গেছে, গত ১২ নভেম্বর উপনির্বাচনে ঢাকা-৫ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মুক্তিযোদ্ধা কাজী মনিরুল ইসলাম মনু বিজয়ী হন। এরপর থেকেই প্রয়াত সংসদ সদস্য (এমপি) হাবিবুর রহমান মোল্লার অনুসারীদের কোণঠাসা করতে তৎপর হয়ে ওঠেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তিনি বিএনপি-জামায়াতের লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে ‘এমপি লীগ’ গঠনে মরিয়া হয়ে উঠেছেন বলেও অভিযোগ এলাকাবাসীর। দলের গঠনতন্ত্রে না থাকলেও তিনি ডেমরা থানার ৬৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কমিটি অনুমোদন করেছেন।

৩০ নভেম্বর এমপি স্বাক্ষরিত কমিটিতে আহ্বায়ক করা হয়েছে আবদুল আজিজ প্রধানকে। চারজন যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয় জয়নাল আবেদীন, চাঁন মিয়া, নাজির আহমেদ চৌধুরী ও মোয়াজ্জেম হোসেনকে। সদস্য সচিব করা হয়েছে হাজী সামসুদ্দিন খানকে। তিনজনকে করা হয়েছে যুগ্ম সদস্য সচিব। তারা হলেন, শাহাদাত হোসেন মোল্লা, আবদুর রব ও আজিজুর রহমান। এই কমিটি গঠনের পর থেকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু আহমেদ মন্নাফী বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ঢাকা-৫ আসনের এমপি ৬৭ নম্বর ওয়ার্ড কমিটি অনুমোদনের তথ্য

পেয়েছি। একজন এমপি কোনোভাবেই ওয়ার্ড কমিটি অনুমোদন দিতে পারেন না। এটা গঠনতন্ত্রবিরোধী ও দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গের শামিল। ঢাকা মহানগরে ওয়ার্ড কমিটি অনুমোদন কেবল মাত্র মহানগরের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক ও সংশ্লিষ্ট থানার সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক অনুমোদন করে থাকেন। এখানে গঠনতন্ত্রবিরোধী কাজ করা হয়েছে।

সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে কাজী মনিরুল ইসলাম মনু বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘আসলে ওটা আওয়ামী লীগের কমিটি নয়, উন্নয়ন কমিটি। আমি যে উন্নয়ন করব, তাদের মাধ্যমে করব।’ ‘প্যাডে লেখা আওয়ামী লীগ’ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, লেখাটা ভুল ছিল। ওদের বলেছি, সংশোধন করে নিয়ে আসতে।’

নাম প্রকাশ না করার শর্তে মহানগরের একাধিক নেতা জানান, রাজধানীতে ১৮ জন জনপ্রতিনিধি রয়েছেন, কেউ এমপি লীগ বা উন্নয়ন কমিটি গঠন করেনি। কাজী মনিরুল ইসলাম এমপি হয়েই দীর্ঘদিন ধরে যারা দল করছেন কিন্তু অন্যের অনুসারী ছিলেন তাদের কোনঠাসা করার মিশনে নেমেছেন। এতে করে দলের অভ্যন্তরে সংকট সৃষ্টি হচ্ছে।

হেফাজতে ইসলামের দ্বন্দ্ব চরমে, পুরো দেশে বিভক্ত কওমিরা

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের মরহুম আমির আল্লামা আহমদ শফী ও বর্তমান আমির আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরীর অনুসারীদের দ্বন্দ্ব এখন চরমে। আল্লামা শফীকে হত্যার অভিযোগে চট্টগ্রামের একটি আদালতে বাবুনগরী অনুসারী নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর প্রকাশ্যে নেমেছেন দুই নেতার অনুসারীরা। তারা একে অপরকে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছেন। এই দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়েছে কওমি অঙ্গনেও। ফলে পুরো দেশে বিভক্ত হয়ে পড়েছে কওমি মতাদর্শীরা।

হেফাজতে ইসলামের সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক ইসলামাবাদী বলেন, ‘হত্যার অভিযোগে যে মামলা দায়ের করা হয়েছে তা ভিত্তিহীন।

আল্লামা শফীর মৃত্যুর আগে হাটহাজারী মাদরাসায় এ ধরনের ঘটনা ঘটেনি। এ মামলা নিয়ে আমরা বিচলিত নই। আইনিভাবে তা মোকাবিলা করা হবে। ষড়ন্ত্রকারীদেরও প্রতিহত করা হবে।’

আল্লামা আহমদ শফীর অনুসারী হিসেবে পরিচিত হেফাজতে ইসলামের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মাঈনুদ্দীন রুহী বলেন, ‘পরিকল্পিতভাবে আল্লামা শফীকে হত্যা করা হয়েছে। আসামিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত হুজুরের লাখো ভক্ত অনুসারী এবং ছাত্ররা মাঠে থাকবে। এ হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমরা মাঠ ছাড়ব না।’

জানা যায়, হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা আহমদ শফীর ইন্তেকালের পর থেকে তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে- এমন দাবি করে আসছে পরিবার ও তার অনুসারীরা। ঢাকা-চট্টগ্রামে একাধিক সংবাদ সম্মেলনও করা হয়। প্রতিবাদে পাল্টা বিবৃতিও দিয়েছেন বাবুনগরীর অনুসারীরা। এ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মাঠে নামে দুই গ্রুপ। এর জেরে সম্প্রতি ঘোষিত হেফাজতে ইসলামের কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয় প্রভাবশালী কয়েক নেতাকে। যার মধ্যে আল্লামা আহমদ শফীর ছেলে আনাস মাদানীও রয়েছেন।

ওই কমিটি গঠনের পর পর পাল্টা কমিটি গঠনের ঘোষণাও দেয় বঞ্চিতপক্ষ। তারা দেশের শীর্ষ আলেমদের সঙ্গে বৈঠকও করেন। সবশেষ গত বুধবার চট্টগ্রামে একটি আলোচনা সভায় আল্লামা আহমদ শফীকে পরিকল্পিত হত্যার অভিযোগ করেন তাঁর অনুসারী হিসেবে পরিচিতরা। এরপর শফীর শ্যালক বাদী হয়ে আদালতে হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, ‘গত ১১ সেপ্টেম্বর বিকালে ফটিকছড়ি থানাধীন বাবুনগর এলাকায় মামুনুল হকসহ কয়েকজন আল্লামা আহমদ শফীকে হত্যার পরিকল্পনা করে। ১৬ সেপ্টেম্বর আসামি ও তাদের সহযোগীরা হাটহাজারী মাদরাসায় অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে। ৪০ থেকে ৫০ জনের একটি গ্রুপ মাদরাসার বিভিন্ন কক্ষ ভাঙচুর করে।

১৭ সেপ্টেম্বর আসামিরা আল্লামা আহমদ শফীর কক্ষ ভাঙচুর করে আল্লামা শফীর সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে এবং অক্সিজেন খুলে নেয়। তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়। এ সময় অ্যাম্বুলেন্স প্রায় এক ঘণ্টা আটকিয়ে রাখা হয়। আসামিরা পরিকল্পিতভাবে আল্লামা শফীকে খুন করে।’

আরও দুই মামলায় জামিন, ফটো সাংবাদিক কাজলের মুক্তিতে ‘বাধা নেই’

সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখরের মামলার পর হাজারীবাগ ও কামরাঙ্গীরচর থানার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের দুই মামলাতেও হাই কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন ফটো সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল।

এ দুই মামলার নথি দেখে ও তদন্তের অগ্রগতি জেনে বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের হাই কোর্ট বেঞ্চ বৃহস্পতিবার কাজলের জামিন মঞ্জুর করে।

এর আগে গত ২৪ নভেম্বর শেরেবাংলা নগর থানায় সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখরের করা মামলায় হহাই কোর্টের একই বেঞ্চ কাজলকে জামিন দিয়েছিল।

বৃহস্পতিবার বাকি দুই মামলায় জামিন মেলায় তার কারামুক্তিতে আর কোনো বাধা থাকল না বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া।

জামিন আবেদনের পক্ষে আদালতে তিনিই শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সরোয়ার হোসেন বাপ্পী।

জ্যোতির্ময় বড়ুয়া পরে সাংবাদিকদের বলেন, “সাংবাদিক শফিক ইসলাম কাজলকে জামিন দিয়েছে হাই কোর্ট। তার বিরুদ্ধে থাকা তিন মামলায়ই তিনি জামিন পেলেন। এখন তার কারামুক্তিতে বাধা নেই।”

যুব মহিলা লীগের নেত্রী শামীমা নূর পাপিয়ার ওয়েস্টিন হোটেলকেন্দ্রিক কারবারে ‘জড়িতদের’ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে গত ৯ মার্চ ঢাকার শেরেবাংলা নগর থানায় মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীসহ ৩২ জনের বিরুদ্ধে এই মামলা করেন মাগুরা-১ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখর।

পরে একই ঘটনায় ১০ ও ১১ মার্চ হাজারীবাগ ও কামরাঙ্গীর চর থানায়

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বাকি মামলা দুটি হয়; যার মধ্যে একটির বাদী যুব মহিলা লীগের নেত্রী ইয়াসমিন আরা ওরফে বেলী।

মামলা হওয়ার পর আসামির তালিকায় থাকা শফিকুল ইসলাম কাজল প্রায় দুই মাস নিখোঁজ ছিলেন। পরে গত ২ মে যশোরের বেনাপোল সীমান্ত থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে বিজিবি।

যশোর থেকে ঢাকায় আনার পর গত ২৩ জুন কাজলকে শেরেবাংলা নগর থানার ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিচারকের মুখোমুখি করা হয়। হাকিম আদালত সেদিন কাজলের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে।

এরপর গত ২৪ আগস্ট ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতও কাজলের জামিন আবেদন নাকচ করলে তিনি ৮ সেপ্টেম্বর হাই কোর্টে আবেদন করেন। শুনানি নিয়ে হাই কোর্ট গত ১৯ অক্টোবর রুল জারি করে।

কেন কাজলকে জামিন দেওয়া হবে না, জানতে চাওয়া হয় সেই রুলে। দুই সপ্তাহের মধ্যে রাষ্ট্রপক্ষকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়। সেই সঙ্গে এ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাকে মামলার কেইস ডকেট (সিডি) নিয়ে আদালতে হাজির থাকতে বলা হয়।

তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছ থেকে ব্যাখ্যা শোনার পর ২৪ নভেম্বর আদালত রুলটি যথাযথ ঘোষণা করে শেরেবাংলা নগর থানার মামলায় কাজলকে জামিন দেয়।

সেদিন কামরাঙ্গীর চর ও হাজারীবাগের দুই মামলায় তার জামিন প্রশ্নে জারি করা রুল ১৫ ডিসেম্বর শুনানির জন্য রাখে আদালত। দুই মামলার তদন্ত কর্মকর্তাকে কেস ডকেট (মামলার নথি) নিয়ে হাজির থাকতে বলা হয়।

কিন্তু মঙ্গলবার মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হাজির না হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করে হাই কোর্ট। পরে বৃহস্পতিবার তাকে ফের তলব করা হয়।

সে অনুযায়ী মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রাসেল মোল্লা আদালতে হাজির হয়ে জানান, অসুস্থ থাকায় গত মঙ্গলবার তিনি হাজির হতে পারেননি। এরপর মামলার তদন্তের অগ্রগতি জানান।

পরে রুল যথাযথ ঘোষণা করে সাংবাদিক কাজলকে জামিন দেয় হাই কোর্ট।

সাংবাদিক কাজলের মুক্তিতে বাধা নেই

সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখরের মামলার পর হাজারীবাগ ও কামরাঙ্গীরচর থানার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের দুই মামলাতেও হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন ফটো সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল।

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ বৃহস্পতিবার তার জামিন মঞ্জুর করে।

এর আগে গত ২৪ নভেম্বর শেরেবাংলা নগর থানায় সাইফুজ্জামান শিখরের করা মামলায় হাইকোর্টের একই বেঞ্চ কাজলকে জামিন দিয়েছিলেন।

বৃহস্পতিবার বাকি দুই মামলায় জামিন মেলায় তার কারামুক্তিতে আর কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া।

জামিন আবেদনের পক্ষে আদালতে তিনিই শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সরোয়ার হোসেন বাপ্পী।

যুব মহিলা লীগের নেত্রী শামীমা নূর পাপিয়ার ওয়েস্টিন হোটেলকেন্দ্রিক ব্যবসায় ‘জড়িতদের’ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে গত ৯ মার্চ ঢাকার শেরেবাংলা নগর থানায় মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীসহ ৩২ জনের বিরুদ্ধে এই মামলা করেন মাগুরা-১ আসনের সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখর।

পরে একই ঘটনায় ১০ ও ১১ মার্চ হাজারীবাগ ও কামরাঙ্গীরচর থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দুটি হয়। এর একটির বাদী যুব মহিলা লীগের নেত্রী ইয়াসমিন আরা ওরফে বেলী।

মামলা হওয়ার পর শফিকুল ইসলাম কাজল প্রায় দুই মাস নিখোঁজ ছিলেন। পরে গত ২ মে যশোরের বেনাপোল সীমান্ত থেকে তাকে গ্রেফতার করে বিজিবি।

মুজিববর্ষের মেয়াদ বাড়ল

করোনাভাইরাসের কারণে গ্রহণ করা কর্মসূচিগুলো নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে করতে না পারায় মুজিববর্ষের মেয়াদ প্রায় ৯ মাস বাড়ানো হয়েছে।

এ সময়কাল ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে বাড়িয়ে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছে।

সোমবার এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে এ তথ্য দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। পরে প্রজ্ঞাপনটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

এতে বলা হয়েছে, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যে সরকার ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ সময়কে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। মুজিববর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচিগুলো কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির কারণে নির্ধারিত সময়ে যথযাথভাবে করা সম্ভব হয়নি। সে কারণে সরকার মুজিববর্ষের সময়কাল ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত ঘোষণা করা হল।

প্রসঙ্গত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ‘মুজিববর্ষ’পালনের উদ্যোগ নেয় সরকার।

কিন্তু চলতি বছরের মার্চ মাসে দেশে করোনা মহামারী দেখা দিলে ভাইরাসটির সংক্রমণ রোধে গত ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত টানা ৬৬ দিন দেশে সাধারণ ছুটি পালিত হয়। যে কারণে এই সময়ের মধ্যে মুজিববর্ষের জন্য গৃহীত নানা কর্মসূচি পালন করা যায়নি।